

মা
মোঃ আবদুল খালেক

একবার এক দল মনীষীরা বসে ছিলেন এমন একটি বাক্য গঠন করতে, যে বাক্যটি যেন সর্বকালের কাছে চির বর্তমান হয়ে থাকে। অবশেষে যে বাক্যটিতে তারা উপনীত হয়ে ছিলেন তা ছিল-‘এটাও কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে’। নিতান্ত দুঃখ বেদনা, প্রতিকূল পরিবেশ ও জাগতিক অবমূল্যায়ন এর কাছে কথাটা কত শান্তিপ্রদ, কত উপশমের! জীবন চলার পথে বিরক্তিকর মুহূর্ত গুলোকে জ্রফেপ না করতে, এটাও কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে কথাটি যে কত ভাবে সাহসী লোকদেরকে আরও অনুপ্রাণিত করে তা কি বলার আবকাশ রাখে? তবুও মনে হয় কখনও কখনও কারো কারো কাছে এরও একটা ব্যতিক্রম থেকে যায়। তা না হলে -আমার অতি প্রিয়জন,যাঁর সাথে আমার সম্পর্ক শুরু হয়ে ছিল সবার আগে,আমি যাঁর স্বপ্নে ভেসেছিলাম আরও আগে, আমার মা ,তার বিদায় ক্ষণটি আমার পৃথিবী থেকে বিলীন হয়ে যাচ্ছে না কেন?

২৯ ডিসেম্বর ’০৬, পবিত্র হজ্জের দিন জুম্মার নামাজের সময়ে সকলকে ভাসিয়ে, মা তুমি চলে গেলে। কারো ডাকে তোমাকে আর ফেরানো গেল না। শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলাম সাদা বসনে একটি পানশি ভেলায়, কান্নার জোয়ারে ভেসে তুমি কিভাবে শেষ বিকেলে নিরব গন্তব্যে পাড়ি জমালে। আমার আকাশ ছোঁয়া শান্তির আর কোন নিবাস থাকল না এ পৃথিবীতে। এখন আমি ঠিকই চলছি একটা বন্ধনহীন ,এলোমেলো এবং আকার বিহীন ঢেউ এর দোলায়। আমার কপোলে এখন আর কারো পান খাওয়া মুখের রঙ্গিন চুমোর দাগ পড়ে না,এক বুড়ি মধুর অপেক্ষার ঢালা নিয়ে কেউ পথ চেয়ে বসে থাকে না। অনবরত আশির্বাদের সেই রশ্মিটি, যা কোন দূরত্ব দিয়ে আটকানো যেত না, তা এখন আর আমার মাথা পর্যন্ত পৌঁছে না। সারা বেলা চলে নিশ্বাস প্রশ্বাসের খেলায়,আলো বাতাস মিশানো শব্দের জ্বালায়। দিন চলে গেলে রাতের গভীরে তোমাকে স্মরণে চোখের দুকূলে নদী বহে ঘুম কে ভেঙ্গে। আমি মরি একাকীত্বে, আশ্রয়হীনের মত আকাশ ছাদের নীচে।

তোমার চলে যাবার পর, তুমি যে কুকুর দুটোকে প্রতিদিন খাওতে তারা কিন্তু তোমাকে ভুলতে পারেনি।তোমার কবরের কাছে এসে নিরবে শুয়ে থাকতো। তাড়িয়ে দিলেও আবার এসে জড়সড় হয়ে শুয়ে পড়ত।কোন খাওয়া নেই, কারো প্রতি জ্রফেপ নেই। চেষ্টা করেও ওদেরকে খাওনো যাচ্ছিল না। খাওয়া না পেয়ে ওদের বাচ্ছা গুলি মারা গেল। অবিশ্বাসের মত মনে হলেও দেখলাম,কয়েক দিনের মধ্যে একটি কুকুর চিরতরে তোমাকে অনুসরণ করল। অন্য কুকুরটি এখনও বেঁচে। প্রভুভক্তের প্রতি ওরা তো ওদের বিশ্বস্থতার বেইমানি করতে পারে না! বেঁচে যাওয়া কুকুর টির দিকে তাকালে, ওর জন্য আমার একটা শ্রদ্ধা চলে আসে। প্রভুভক্তের মূল্যায়ন দেখে ওকে ভয় লাগে। এবার যখন বাড়ীতে গেলাম,দেখলাম বাড়ীতে ঢুকতে আমার পা অচল হয়ে আসছে। যে লাল ভোগনবেলিয়া গাছটির নীচে বসে তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করতে,দেখলাম সেখানে একটা অপরিচিত শূন্যতা। ওখানে দৃষ্টির প্রতিফলন নেই,নেই আমাকে ভিজাতে তোমার ছানি চোখের নির্বাস শিশির। চার দিকের ঘন বাতাস ঠেলে ঘরে ঢুকে দেখলাম- একটা শূন্য খাট। দেয়াল গুলো ঢুকরে কেঁদে উঠল। আলতো বাতাসে জানালা দিতে উঁকি মারতে ছিল পেপে গাছটির ডগা। আর তারই ডালে বসে চড়ুই পাখিটি কিচকিচ স্বরে বলে গেলো -সে নেই। দেখলাম এ ঘরে কিছু স্মৃতি ছাড়া আমার আর কোন শান্তি নাই।

তোমাকে জড়ানো সুখগুলো কেঁদে কেঁদে বিদায় নিল। এখন
বাড়ীতে থাকি আনুষ্ঠানিক কিছু স্বল্প কথার বাসে, আবার তোমার
কবরের কাছে একা একা অনেক কথার মাঝে। তোমার ছবির প্রতি
তাকালে, ইংরেজ কবি উইলিয়াম কুপার এর মত আমারও মনে কেঁদে
উঠে-

‘আহ! ওই সুন্দর মুখে যদি ভাষা থাকত,
তুমি চলে যাবার পর জীবন আমার চলছে ঠিকই,
তবে বড় একটা সুখের নয়, নিরানন্দে’।

মা, মহান প্রভুর কাছে এখন এই প্রার্থনা করি- এ পৃথিবীতে যদি
তোমার কোন অমার্জিত পাপ থেকে থাকে, তা যেন তিনি আমার কাঁধে
তুলে দেন। আর প্রতিদিন আমি যেন তাঁর কাছে ক্ষমার ভিক্ষা মেগে
মেগে তোমার জন্য শ্রেষ্ঠ জাম্নাত এনে দিতে পারি। আমি কখনই চাই
না, মা তুমি কালের গর্ভে বিলীন হলেও এ পৃথিবী থেকে তোমার জন্য
আমার কষ্টটুকু তুলে নাও! ও কষ্টনিয়ে আমি যেন একটু সুখের কাম্না
কাঁদতে পারি।

০৬/০৫/০৭